আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

গোপালগঞ্জে কৃষক প্রশিক্ষণ

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি:

অনলাইন ভার্সন

গোপালগঞ্জে আধুনিক পদ্ধতিতে ধান উৎপাদনের লক্ষ্যে কৃষক প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষিত কৃষকদের মাঝে বীজ ধান বিতরণ করেছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট(ব্রি)। সোমবার শহরের ঘোনাপাড়ায় ব্রি, গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয় চত্বরে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন ব্রি, গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান ড. আমিনা খাতুন। ওই কার্যালয়ের বৈজ্ঞানিক সহকারী আব্দুল মোমিনের সঞ্চালনায় এ অনুষ্ঠানে ব্রি, আঞ্চলিক কার্যালয়ের সিনিয়র বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডঃ রুমেল বিশ্বাস, ড. মো: হুমায়ুন কবির বক্তিয়ার, গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মাফরোজা আক্তার, টুঙ্গিপাড়া উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রাকিবুল ইসলাম, গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার গোবরা ইউনিয়নের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা রাজকুমার রায় সহ আরো অনেকে বক্তব্য রাখেন।

১৯/০৬/২৫
শাহাবাজ খান
ইউডি এসিসটেন্ট
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
আঞ্চলিক কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।

১৯/০৬/২৫
ড. মোঃ হুমায়ুন কবির বক্তিয়ার
সিনিয়র সাইন্টিফিক অফিসার
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
আঞ্চলিক কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।

১৯/০৬/২০২৫
ড. আমিনা খাতুন
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রধান
ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।

প্রশিক্ষণে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া, সদর ও বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট উপজেলার ২শ' জন কৃষক ও কৃষাণী অংশ নেন।
পরে বিনামূল্যে প্রশিক্ষিত ২শ' কৃষক ও কৃষাণীর মধ্যে ১০ কেজি করে মোট ২ হাজার কেজি উচ্চফলন শীল ব্রি ধান১০৩ জাতের প্রত্যায়িত বীজধান বিতরণ করা হয়।
ব্রি, গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান ড. আমিনা খাতুন বলেন, ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বীজধান সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এ কৃষক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এতে আধুনিক পদ্ধতিতে ধানের উৎপাদন নিয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কৃষকদের বীজধানে স্বয়ংসম্পূর্ন করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে অমন মৌসুমের চাষাবাদের জন্য প্রশিক্ষিত চাষীদের মধ্যে উচ্চফলনশীল ২ হাজার কেজি ব্রি ধান১০৩ জাতের ধানবীজ বিতরণ করা হয়েছে। এ ধানের চাষাবাদ করে তারা একদিকে যেমন ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি করবেন, অন্যদিকে বীজধান সংরক্ষণ করে লাভবান হবেন।

বিডি প্রতিদিন/এএম

শাহাবাজ খান
ইউডি এসিসটেন্ট
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
লিক কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।

ড. মোঃ হুমায়ুন কবির বক্তিয়ার
সিনিয়র সাইন্টিফিক অফিসার
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
আঞ্চলিক কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।

Amena
ড. আমিনা খাতুন
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রধান
ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।

রবিবার, ০১ জুন, ২০২৫

আমরা জনগণের পক্ষে

বাংলাদেশ প্রতিদিন

গোপালগঞ্জে ব্রি ধান-১০৭ এর ফসল কর্তন উৎসব

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি

অনলাইন ভার্সন

গোপালগঞ্জে প্রিমিয়াম কোয়ালিটির উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ ব্রি ধান-১০৭ এর ফসল কর্তন উৎসব ও মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার (২৩ এপ্রিল) কোটালীপাড়া উপজেলার পিত্তলপাড়া গ্রামে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কোটালীপাড়া উপজেলা কৃষি অফিসের সহযোগিতায় পার্টনার প্রকল্পের অর্থায়নে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন ব্রি গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান ড. আমিনা খাতুন।

২৯/৫/২৫
শাহাবাজ খান
ইউডি এসিসটেন্ট
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
আঞ্চলিক কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।

২৯/০৬/২৫
ড. মোঃ হুমায়ুন কবির বক্তিয়ার
সিনিয়র সাইন্টিফিক অফিসার
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
আঞ্চলিক কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।

Amena
ড. আমিনা খাতুন
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রধান
ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।

কোটালীপাড়া উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা দোলন চন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে ও উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মনোজ কুমার মৃধার সঞ্চালনায় এ মাঠ দিবসে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ব্রি গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মর্তা ড. মো. রোমল বিশ্বাস ও ড. মো. হুমায়ূন কবির বক্তিয়ার।

এতে শতাধিক কৃষক-কৃষাণী অংশ নেন। ওই গ্রামের কৃষক জেবিআর হালদারের জমিতে উৎপাদিত ব্রি ধান-১০৭ কেটে পরিমাপ করে জানানো হয় যে, হেক্টরে এ ধান ৮.৭৫ টন ফলন দিয়েছে।

বিডি প্রতিদিন/জামশেদ

শাহাবাজ খান
ইউডি এসিসটেন্ট
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
আঞ্চলিক কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।

ড. মোঃ হুমায়ুন কবির বক্তিয়ার
সিনিয়র সাইন্টিফিক অফিসার
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
আঞ্চলিক কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।

ড. আমিনা খাতুন
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রধান
ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।

দৈনিক মোহনা

গোপালগঞ্জে উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ ব্রি ধান-১০৭ এর মাঠ ফসল কর্তন উৎসব

গোপালগঞ্জে প্রিমিয়াম কোয়ালিটির উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ ব্রি ধান'১০৭-এর ফসল কর্তন উৎসব ও মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার কোটালীপাড়া উপজেলার পিত্তলপাড়া গ্রামে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কোটালীপাড়া উপজেলা কৃষি অফিসের সহযোগিতায় পার্টনার প্রকল্পের অর্থায়নে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন ব্রি গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান ড. আমিনা খাতুন।

শাহাবাজ খান
ইউডি এসিসটেন্ট
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
আঞ্চলিক কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।

ড. মোঃ হুমায়ুন কবির বক্তিয়ার
সিনিয়র সাইন্টিফিক অফিসার
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
আঞ্চলিক কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।

ড. আমিনা খাতুন
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রধান
ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।

কোটালীপাড়া উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা দোলন চন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে ও উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মনোজ কুমার মৃধার সঞ্চালনায় এ মাঠ দিবসে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ব্রি গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের উর্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মর্তা ড. মোঃ রোমল বিশ্বাস ও ড. মোঃ হুমায়ূন কবির।

এতে শতাধিক কৃষক ও কৃষাণী অংশ নেন। ওই গ্রামের কৃষক জেবিআর হালদারের জমিতে উৎপাদিত ব্রি ধান-১০৭ কেটে পরিমাপ করে জানানো হয় হেক্টরে এ ধান ৮.৭৫ টন ফলন দিয়েছে।

১৯/০৬/২৫
শাহাবাজ খান
ইউডি এসিসটেন্ট
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
আঞ্চলিক কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।

১৯/০৬/২৫
ড. মোঃ হুমায়ুন কবির বক্তিয়ার
সিনিয়র সাইন্টিফিক অফিসার
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
আঞ্চলিক কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।

Amina
ড. আমিনা খাতুন
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রধান
ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।

রবিবার, ০১ জুন, ২০২৫

আমরা জনগণের পক্ষে

বাংলাদেশ প্রতিদিন

গোপালগঞ্জে ফসল কর্তন উৎসব

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি:

অনলাইন ভার্সন

গোপালগঞ্জে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) উদ্ভাবিত নতুন জাতের ব্রি হাইব্রিড ধান৮ এর ফসল কর্তণ উৎসব ও মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে। অধিক ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন, গবেষণা ও আধুনিকায়ন প্রকল্পের অর্থায়নে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা কৃষি অফিসের সহযোগিতায় ব্রি গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

রবিবার দুপুরে সদর উপজেলার চরগোবরা গ্রামে অনুষ্ঠিত এ ফসল কর্তণ উৎসবে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন ব্রি গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান ড. আমিনা খাতুন।

শাহাবাজ খান
ইউডি এসিসটেন্ট
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
আঞ্চলিক কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।

ড. মোঃ হুমায়ুন কবির বাক্তিয়ার
সিনিয়র সাইন্টিফিক অফিসার
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
আঞ্চলিক কার্যালয়, গোপালগঞ্জ

ড. আমিনা খাতুন
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রধান
ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।

গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মাফরোজা আক্তারের সভাপতিত্বে ও ব্রি গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের বৈজ্ঞানিক সহকারী আব্দুল মোমিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে ব্রি গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের সিনিয়র সাইন্টিফিক অফিসার ড. রোমেল বিশ্বাস, হুমায়ূন কবির বক্তিয়ার, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা রাজ কুমার রায়, কৃষক নয়ন মালাকার, সহ আরো অনেকে বক্তব্য রাখেন।
পরে কৃষক নয়ন মালাকারের ক্ষেতে উৎপাদিত ব্রি হাইব্রিড ধান৮ কেটে পরিমাপ করে জানানো হয়, হেক্টরে নতুন এ জাতের ধান সাড়ে ১০ টন ফলন দিয়েছে।

বিডি প্রতিদিন/এএম

১৯/৫/২৫
শাহাবাজ খান
ইউডি এসিসটেন্ট
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
...লিক কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।

১৯/০৫/২৫
ড. মোঃ হুমায়ুন কবির বক্তিয়ার
সিনিয়র সাইন্টিফিক অফিসার
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
আঞ্চলিক কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।

Amina
ড. আমিনা খাতুন
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রধান
ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।

রবিবার, ০১ জুন, ২০২৫

আমরা জনগণের পক্ষে

বাংলাদেশ প্রতিদিন

- প্রিন্ট

হাইব্রিড ধানে খাদ্য নিরাপত্তার হাতছানি

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি:

অনলাইন ভার্সন

খাদ্য নিরাপত্তার অর্থ হলো অবাধ খাদ্য সরবরাহ। সারা বছর খাদ্যের পর্যাপ্ত প্রাপ্যতা ও মানুষের খাদ্য ভোগের অধিকার। এ অধিকার নিশ্চিতে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত ব্রি হাইব্রিড ধান৮ ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। অধিক ফলন দিতে সক্ষম এ ধান চাষাবাদ করে কৃষক লাভবান হচ্ছেন। গোপালগঞ্জ জেলায় এ বছর ১৫ হেক্টর জমিতে ধানটির চাষাবদ হয়েছে। হেক্টরে এ ধান সাড়ে ১০ টন ফলন দিয়েছে। গত বছর গোপালগঞ্জ জেলায় প্রথম ৮ হেক্টর জমিতে এ ধানের আবাদ হয়। এ বছর ৭ হেক্টর জমিতে ব্রি হাইব্রিড ধান৮ এর আবাদ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই জাতের ধান দেশের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিতের হাতছানি দিচ্ছে ।

ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধান ও মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. আমিনা খাতুন এসব তথ্য জানিয়েছেন।

০১/০৬/২৫
শাহাবাজ খান
ইউডি এসিসটেন্ট
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
আঞ্চলিক কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।

০১/০৬/২৫
ড. মোঃ হুমায়ুন কবির বাক্তিয়ার
সিনিয়র সাইন্টিফিক অফিসার
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
আঞ্চলিক কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।

ড. আমিনা খাতুন
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রধান
ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।

এ কর্মকর্তা আরো জানান, দেশে প্রচলিত হাইব্রিড জাতের ধানের চালের ভাত মোটা, আঠালো। তাই অধিকাংশ মানুষ হাইব্রিড চালের ভাত খেতে পছন্দ করেন না। কিন্তু ব্রি হাইব্রিড ৮ ধানের আকৃতি লম্বা ও চিকন । ভাত ঝরঝরে। খেতে সুস্বাদু। তাই এ ধানের ভাত সবার কাছে সমাদৃত । এ ধানের জীবনকাল ১৪৫ দিন থেকে ১৪৮ দিন। ভালো পরিচর্যা পেলে এ জাতের ধান হেক্টরে ১১ থেকে ১২ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম। ধানটিতে তেমন কোন রোগ বালাই নেই। সেচ, সার ও কীট নাশক সাশ্রয়ী ।

গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার চরগোবরা গ্রামে ব্রি হাইব্রিড ধান৮ আবাদকারী কৃষক, নয়ন মালাকার , তসিকুর রহমান খাঁ বলেন, 'আমরা হীরা হাইব্রিড ধান-২, এসএল-৮-সহ অনেক জাতের হাইব্রিড ধানের আবাদ করে আসছি । ওইসব জাত হেক্টরে ৮ থেকে সাড়ে ৮ টন ফলন দিয়ে থাকে । কিন্তু ব্রি হাইব্রিড৮ ধান চাষাবাদ করে শতাংশে এক মনের বেশি ফলন পেয়েছি। সে হিসাবে হেক্টরে এই ধান সাড়ে ১০ টন ফলন দিয়েছে। এ ধানের চাল লম্বা,। ওজনও বেশি। প্রতিটি ছড়ায় ধানের পরিমাণও বেশি পেয়েছি। জমিতে আগে এত ধান ফলেনি। এই ধান চাষাবাদে সেচ, কীটনাশক ও সার খরচ কম লেগেছে। তেমন কোনো রোগবালাই নেই। তাই কম খরচে বেশি ধান উৎপাদন করতে পেরে আমরা লাভবান হয়েছি। আমাদের দেখে অনেকেই আগামী বছর এ জাতের ধান চাষ করতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন।
ওই গ্রামের কৃষাণী বিনা বিশ্বাস, 'প্রমিলা মজুমদার বলেন, ' হাইব্রিড ধান সাধারণ মোটা হয়। এটি লম্বা ও চিকন। এ জাতের ধানের ফলনও প্রচলিত হাইব্রিডের তুলনায় অনেক বেশি । বাজারে এ ধান বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। তাই বীজ পেলে আগামী বছর এ জাতের ধান আবাদ করব।'
একই গ্রামের কৃষক বীবেক পাইক বলেন, 'হাইব্রিড ধানের বীজ রাখা যায় না। প্রতি বছর বাজার থেকে ৪শ' থেকে ৫শ' টাকা কেজি দরে বীজ কিনে চাষাবাদ করতে হয়। এ বীজের মান নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। আমরা সরকারের ভর্তুকি মূল্যে মান মানসম্পন্ন বীজ পেলে লাভজনক ব্রি হাইব্রিড ৮ ধানের আবাদ বাড়াব । '
গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মাফরোজা আক্তার বলেন, 'হাইব্রিড ধানের জাতের মধ্যে ব্রি হাইব্রিড ধান৮ অধিক ফলনশীল। এটির চাষাবাদ সম্প্রসারিত হলে কৃষক লাভবান হবে। দেশে ধানের উৎপাদন বহুগুনে বৃদ্ধি পাবে। দেশ ধানে সমৃদ্ধ হবে। তাই আমরা এ জাতের ধানের চাষাবাদ সম্প্রসারণে কৃষকরে সাথে নীবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছি।
ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের জ্যেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. রোমেল বিশ্বাস বলেন, ' এই ধানের গাছ খাটো জাতের, শক্ত। তাই হেলে পড়ে না। রোগবালাই সহিষ্ণু। এক হাজারটি পুষ্ট ধানের ওজন ২৪ দশমিক ৩ গ্রাম। চালে অ্যামাইলোজ ২৩ দশমিক ৩ শতাংশ এবং প্রোটিন ৯ দশমিক ২ শতাংশ। দানার পুষ্টতা ৮৮ দশমিক ৬ শতাংশ। প্রতি বছর পুষ্টি সমৃদ্ধ এ ধানের আবাদ আরো বাড়াতে ভর্তুতি মূল্য ১৫০ টাকা কেজি দরে ধান বীজ সরবরাহের চিন্তা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশর কৃষিতে এ ধান সমৃদ্ধির আশা জাগিয়েছে। আমার এ ধারা অব্যাহত রাখব।

গোপালগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কৃষিবিদ আ. কাদের সরদার বলেন, 'বিলবেষ্টিত গোপালগঞ্জ জেলার অন্তত ৭৮ শতাংশ জমিতে হাইব্রিড ধানের আবাদ হয়। এই ধান অধিক ফলন দিচ্ছে। এ জেলায় এ জাতের ধানের আবাদ বাড়াতে পাড়লে ধান উৎপাদন ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাবে।

বিডি প্রতিদিন/এএম

১৯/৫/২৫
শাহাবাজ খান
ইউডি এসিসটেন্ট
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
গোপালগঞ্জ।

১৯/০৫/২৫
ড. মোঃ হুমায়ুন কবির বক্তিয়ার
সিনিয়র সাইন্টিফিক অফিসার
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
আঞ্চলিক কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।

Amina
ড. আমিনা খাতুন
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রধান
ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

গোপালগঞ্জে রপ্তানিযোগ্য ধানের ফসল কর্তন উৎসব

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি

অনলাইন ভার্সন

গোপালগঞ্জে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত রপ্তানীযোগ্য প্রিমিয়াম কোয়ালিটির বাসমতি চালের জাত ব্রি ধান১০৪ এর ফসল কর্তণ উৎসব ও মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে। সদর উপজেলার বোড়াশী গ্রামে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় ব্রি গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয় সোমবার বিকেলে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন ব্রি গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. আমিনা খাতুন। গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মাফরোজা আক্তারের সভাপতিত্বে ও ব্রি গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের বৈজ্ঞানিক সহকারি আব্দুল মোমিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এ মাঠ দিবসে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপ-পরিচালক

১৯/৫/২৫
শাহাবাজ খান
ইউডি এসিসটেন্ট
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
গোপালগঞ্জ

১৯/০৫/২৫
ড. মোঃ হুমায়ুন কবির বাক্তিয়ার
সিনিয়র সাইন্টিফিক অফিসার
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
আঞ্চলিক কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।

Amina
ড. আমিনা খাতুন
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রধান
ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।

সঞ্জয় কুমার কুন্ডু, ব্রি গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের জৈষ্ঠ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. রোমেল বিশ্বাস ও ড. হুমায়ূন কবির বক্তিয়ার।

এছাড়া উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা বিনোদিনী সিকদার, কৃষক আকবার আলী শেখসহ আরো অনেকে বক্তব্য রাখেন। এতে ওই গ্রামের শতাধিক কৃষক ও কৃষাণী অংশ নেন। এ জাতের ধান হেক্টরে ৭.৭ টন ফলন দিয়েছে বলে মাঠ দিবস থেকে জানানো হয়।

বিডি প্রতিদিন/এএ

শাহাবাজ খান
ইউডি এসিসটেন্ট
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
আঞ্চলিক কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।

ড. মোঃ হুমায়ুন কবির বক্তিয়ার
সিনিয়র সাইন্টিফিক অফিসার
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
আঞ্চলিক কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।

ড. আমিনা খাতুন
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রধান
ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।

০১ জুন ২০২৫, ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২
bdnews24.com

- সমগ্র বাংলাদেশ

ব্রি ধান-১০৪ কমাবে আমদানি নির্ভরতা, বাড়বে চাষির আয়

ব্রি ধান-১০৪ ধানের দানায় অ্যামাইলোজের পরিমাণ শতকরা ২৯ দশমিক ২ ভাগ। এছাড়া প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ৮ দশমিক ৯ ভাগ।

গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার বোড়াশী গ্রামের কৃষক আকবর আলী শেখের ক্ষেতে উৎপাদিত ব্রি ধান-১০৪।

মনোজ সাহা, গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

১৯/৫/২৫
শাহাবাজ খান
ইউডি এসিসটেন্ট
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
আঞ্চলিক কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।

১৯/৫/২৫
ড. মোঃ হুমায়ুন কবির বাক্তিয়ার
সিনিয়র সাইন্টিফিক অফিসার
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
আঞ্চলিক কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।

Amina
ড. আমিনা খাতুন
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রধান
ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।

Published : 04 May 2025, 01:00 PM

দেশে বাসমতি চালের আমদানি নির্ভরতা কমাতে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) উদ্ভাবন করেছে ব্রি ধান-১০৪।

ব্রি'র বিজ্ঞানীদের দাবি, প্রিমিয়ার কোয়ালিটির এ ধান চাষ কৃষকের আয় কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে দেবে। পাশাপাশি আবাদ বৃদ্ধি পেলে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করাও সম্ভব হবে বলেও আশা তাদের।

ইনস্টিটিউটের গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধান ও মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা আমিনা খাতুন বলেন, "সম্ভাবনাময় ব্রিধান-১০৪ দেশের কৃষিকে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরিত করবে।"

দেশের হোটেল-রেস্টুরেন্ট, অনুষ্ঠানের পাশাপাশি খাদ্যরসিক ব্যক্তির ডাইনিংয়ে বাসমতি চালের ভাত, পোলাও বা বিরিয়ানি বেশ সমাদৃত। তবে সুগন্ধি এই চাল মূলত ভারত-পাকিস্তান থেকে আমদানি করতে হয়।এতে ব্যয় হয় প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা।

ক্রেতা চাহিদা থাকায় এ ধরনের চালের বাজারমূল্যও বেশি। সাধারণত দেশের সুপার শপগুলিতে প্রতি কেজি বাসমতি চাল ৪০০ থেকে সাড়ে ৪০০ টাকা দরে বিক্রি হয়।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও এ চালের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। ফলে দেশের চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানি করা গেলে কৃষকও লাভবান হবেন।

ব্রি গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের জ্যেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা রোমেল বিশ্বাস বলেন, ব্রি ধান-১০৪ বাসমতি টাইপের ব্রির একমাত্র সুগন্ধি ধানের জাত। এতে আধুনিক উফশী ধানের সব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। জাতটির গড় জীবনকাল ১৪৭ দিন। ১ হাজারটি পুষ্ট ধানের ওজন গড়ে ২১.৫ গ্রাম।

পরবর্তী বছর চাষাবাদের জন্য এ ধানের বীজও সংরক্ষণ করা যায় বলে জানান তিনি।

শাহাবাজ খান
ইউডি এসিসটেন্ট
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
গোপালগঞ্জ।

ড. মোঃ হুমায়ুন কবির বক্তিয়ার
সিনিয়র সাইন্টিফিক অফিসার
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
আঞ্চলিক কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।

ড. আমিনা খাতুন
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রধান
ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।

এই ধান থেকে পাওয়া চালের পুষ্টিগুণ নিয়ে এ কর্মকর্তা বলেন, ব্রি ধান-১০৪ ধানের দানায় অ্যামাইলোজের পরিমাণ শতকরা ২৯ দশমিক ২ ভাগ। এছাড়া প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ৮ দশমিক ৯ ভাগ। এ ধানের গুণগত মান ভালো অর্থাৎ চালের আকার-আকৃতি অতিরিক্ত লম্বা চিকন (৭ দশমিক ৫ মিলিমিটার লম্বা) এবং ভাত ঝরঝরে ও রং সাদা।

মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা আমিনা খাতুন বলেন, "চলতি বোরো মৌসুমে গোপালগঞ্জ জেলার কৃষকরা ১০ হেক্টর জমিতে ব্রি ধান-১০৪ জাতের আবাদ করেন। উৎপাদিত ধান কৃষি বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ও কৃষকদের সামনে কেটে মাড়াই ও ওজন করে দেখা গেছে হেক্টর প্রতি এ ধান ৭ দশমিক ২৫ টন ফলন দিয়েছে।

উপযুক্ত পরিবেশে সঠিক ব্যবস্থাপনা করলে এ জাতটি হেক্টরে ৮ দশমিক ৭১ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম।

এছাড়া ব্রি ধান-১০৪ চাষাবাদে রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়েছে বলেও জানান তিনি।

শাহাবাজ খান
ইউডি এসিসটেন্ট
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
আঞ্চলিক কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।

ড. মোঃ হুমায়ুন কবির বাক্তার
সিনিয়র সাইন্টিফিক অফিসার
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
আঞ্চলিক কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।

ড. আমিনা খাতুন
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রধান
ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।

গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার বোড়াশী গ্রামের কৃষক আকবর আলী শেখ বলেন, "একশ' শতাংশ জমিতে এ ধানের আবাদ করেছি। হেক্টর প্রতি এ ধান প্রায় ৭ দশমিক ৭ টন ফলন দিয়েছে।

"এ ধান বেশি দামে বিক্রি করতে পারব। আমি লাভের টাকা ঘরে নেব। আমি আগামী বছর ৩০০ শতাংশ জমিতে এ ধানের আবাদ করব।"

তিনি আরও বলেন, "আমার ক্ষেতের ধানের ফলন দেখে আশপাশের কৃষক এ ধানের আবাদে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।"

গোপালগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণের অতিরিক্ত উপ-পরিচালক সঞ্জয় কুমার কুন্ডু বলেন, "এ ধানের চাষাবাদ কৃষকের আয় কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে দেবে। তাই আমরা এ ধানের আবাদ সম্প্রসারণে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করছি।"

শাহাবাজ খান
ইউডি এসিসটেন্ট
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
আঞ্চলিক কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।

ড. মোঃ হুমায়ুন কবির বক্তিয়ার
সিনিয়র সাইন্টিফিক অফিসার
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
আঞ্চলিক কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।

ড. আমিনা খাতুন
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রধান
ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

মঙ্গলবার, ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৪

৩ জেলায় ধান বীজ বিতরণের উদ্বোধন

গোপালগঞ্জ, প্রতিনিধি

৩ জেলার কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে ৮০০০ কেজি ব্রি ধান ১০০ বিতরণ শুরু করেছে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়। বৃহস্পতিবার দুপুরে পাটনার প্রকল্পের অর্থায়নে ব্রি গোপালগঞ্জ কার্যালয় চত্বরে বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি গোপালগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণের উপ-পরিচালক আঃ কাদের সরদার।

ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধান ও সিনিয়র সাইন্টিফিক অফিসার ড. মোঃ রোমেল বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বীজ বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মাফরোজা আক্তার। এছাড়া ব্রি গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা সৃজন চন্দ্র দাস ও বৈজ্ঞানিক সহকারী আব্দুল্লাহ আল মোমিন বক্তব্য রাখেন। পরে কৃষক ও কৃষাণীদের হাতে ব্রি ধান ১০০ এর বীজ তুলে দেন অতিথিরা।

বিডি প্রতিদিন/এএ

শাহাবাজ খান
ইউডি এসিসটেন্ট
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
আঞ্চলিক কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।

ড. মোঃ হুমায়ুন কবির বক্তিয়ার
সিনিয়র সাইন্টিফিক অফিসার

ড. আমিনা খাতুন
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রধান
ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।